দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৭৪

শিক্ষাঙ্গন

বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে ভূগোলের গুরুত্ব

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, পাঠ্যক্রমের মার-প্যাচ ফেলে একটি অভিনব প্রক্রিয়ায় নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী হতে ভূগোল বিষয়টি বাদ দেওয়ার জন্য বেশ তোড়জোড় চলছে। এতে দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েক বছরের মধ্যে ভূগোল জ্ঞানশূন্য হবে। এ প্রচেষ্টা খুবই দুঃখজনক। কারণ এ বিষয়টি বাদ দিয়ে কোন দেশ বা জাতির উন্নতি অসম্ভব। অথচ ধর্ম, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এ তিনটি বিষয় বাধ্যতামূলক না করলেও দেশের সেরূপ ক্ষতি হবে না। কারণ স্বাভাবিকভাবে এ দেশের ছেলে-মেয়েরা ধর্ম, কৃষি বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে থাকে। কারণ সকল অভিভাবকগণ ছোট বেলা হতে ছেলে-মেয়েদের ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অপর দিকে এ দেশের শতকরা আশি (৮০%) জন ছাত্রই কৃষক পরিবার হতে এসে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবে কৃষি বিজ্ঞান সম্পর্কে এদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। মেয়েরাও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে থাকে। ফলে সামান্য লেখাপড়া জানা একটি লোকও এ তিনটি বিষয় পাঠ করে এদের বিষয়বস্তু সহজেই বুঝতে পারে এবং আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু ভূগোল বিষয়টি বেশ কঠিন বিধায় তা সহজেই আয়ত্তে আনা যায় না। এতে গানিতিক, প্রাকৃতিক ভূগোল অর্থাৎ সারা বিশ্বের কোথায় কোন্ পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ, সমভূমি, মালভূমি, মরুভূমি প্রভৃতির অবস্থান এবং বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ইত্যাদি পড়তে হয়। এছাড়া বিভিন্ন মহাদেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, কৃষি, খনিজ, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি বাংলাদেশসহ কতিপয় দেশের আঞ্চলিক ভূগোল পাঠ করতে হয়। দু'বছরের মধ্যে এসব বিষয়গুলো আয়ত্তে এনে ছাত্র-ছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। তাই বিষয়টি বাধ্যতামূলক না রাখলে ছাত্র-ছাত্রীরা এ কঠিন বিষয়টি বাদ দিয়েই উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবে। এ কারণে পৃথিবীর সকল দেশে এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত ভূগোল বিষয়টি বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ, দেশের বৃহত্তম স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নবম-দশম শ্রেণীর সকল বিভাগের জন্য বিষয়টি পূর্বের ন্যায় বাধ্যতামূলক রাখা হোক।

—মেহেদী হাসান,
২১০ ধানমণ্ডি, ১৯ নং সড়ক,
ঢাকা।

OF —— SHEETS